প্রতিক্রিয়া

অন্যান্য ভাষাকেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হলো

বাঙালির অহংকার ২১ ফেব্রুয়ারি। ভাষা শহীদদের স্মরণ করে দিবসটি এখন আর শুধুমাত্র বাংলাদেশে পালিত হবে না। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বেই পালিত হবে দিনটি। গত ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো)-এর সাধারণ পরিষদে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলা ভাষাভাষিদের বাংলা নামের এ দেশটির অধিবাসীদের জন্য এ এক পরম পাওয়া। তাই ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীতে হয়েছে আনন্দ শোভাযাত্রা। আর ভোরের কাগজের কর্মীরা দিনেই নেমে পড়েন রাজপথে, জগণের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের জন্য। প্রতীক ইজাজ ও মাসুদ পারভেজ রাজধানীর শাহবাগ, টিএসসি ও পুরানা পল্টন থেকে সংগ্রহ করেছেন এবারের প্রতিক্রিয়া

শাহানা ইসলাম বাণী
তৃতীয় বর্ষ, ফার্মেসি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পত্রিকায় খবরটা যখন পড়লাম— খুবই ভালো লেগেছে আমার। খুবই আনন্দিত। এখন থেকে শুধু বাংলাদেশকেই নয়, বাংলা ভাষাকেও মানুষ জানবে এবং বুঝবে। বাঙালির সংগ্রাম ও সঙ্কটের প্রেরণা একুশে ফেব্রুয়ারি এখন থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে— বিষয়টি ভাবাই যাচ্ছে না। একবার ভেবে দেখুন, সারা বিশ্ব এখন থেকে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করবে— কি আনন্দের বিষয়। কি গর্বের বিষয়। আমরা নতুনভাবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত হবো।
পুরো বিশ্ব আমাদেরকে এখন নতুনভাবে জানতে পারবে। এতোদিনে এসে মনে হলো- ভাষার জন্য রক্ত দেওয়াটা সার্থক হলো আমাদের। ভাষার জন্য বাঙালি জাতির যে ত্যাগ সত্যিই তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলো শেষ পর্যন্ত।

রোজিনা পারভীন রোজী
৩য় বর্ষ, ভূগোল বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনেস্কোর খুবই ভালো একটি পদক্ষেপ এটি। অনেক আগে থেকেই এ বিষয়ে লেখালেখি হচ্ছিল। জাতিসংঘে উত্থাপনের জন্য চেষ্টা চলছিল। তখন থেকেই বিষয়টি নিয়ে ভাবনায় ছিলাম। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় খুবই ভালো লাগছে। এতোদিন মাতৃভাষা বাংলা শুধুমাত্র আমাদের ভেতরই সীমাবদ্ধ ছিল। ভাষার জন্য আত্মত্যাগ- শুধু আমাদেরকেই অনুরণিত করতো। কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন থেকে গোটা বিশ্ব বিষয়টা নিয়ে ভাববে। এটি বাঙালি জাতির জন্য খুবই গৌরবের। সম্মানের। যদি বিষয়টি অন্যভাবে দেখি, তাহলে বলতে হয় বাংলা ভাষার পাশাপাশি, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাকেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হলো। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকার করা হলো। এখন থেকে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারবো- বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা।

শিখা সরকার নূপুর
দ্বিতীয় বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই খবরটা বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের ক্যাম্পাসে আলোচিত হচ্ছিল। কলকাতার বাঙালিরা কিন্তু খুব উৎসুক হয়ে আছে এ সংবাদের জন্য। গতকাল দেশে ফিরে আজ সকালেই খবরটা জানতে পারলাম। কি যে আনন্দ হচ্ছে- বোঝাতে পারবো না। যাক, এতোদিনে বাঙালি জাতি হিসেবে নতুন একটা পরিচিতি এলো আমাদের। আর বাংলা ভাষার এই আন্তর্জাতিকতা অনেক আগেই প্রাপ্য ছিল আমাদের। গোটা বিশ্ব এখন থেকে চিনবে আমাদের, আমাদের ছেলেদের স্বদেশপ্রেমের অমর গাথা পড়বে। সত্যি সত্যিই ভীষণ গর্বিত আমরা।

দুলাল মল্লিক
শেষ বর্ষ, এলএলবি
কক্সবাজার ল কলেজ

সকালে যখন নিউজটা পড়লাম— খুবই ভালো লাগলো। বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার জন্য বাঙালির যে আত্মত্যাগ— বিশ্বের ইতিহাসে কিন্তু তা নজিরবিহীন। এতোদিন শুধুমাত্র আমরাই একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস হিসেবে জাতীয়ভাবে পালন করেছি। অথচ আরো আগে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বিষয়টি বিবেচনায় আনা উচিত ছিল। তবে যাই হোক— শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যে পেলো সেটা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গর্বের। বাঙালি জাতি হিসেবে খুবই গর্বিত আমরা। গোটা বিশ্ব বাংলা ভাষা সম্পর্কে জানবে- বাংলাদেশকে চিনবে, নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করবে আমাদের সম্পর্কে— এটা কি কম গৌরবের, কম মর্যাদার? বাংলা ভাষার এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে স্থান করে নিলাম আমরা। বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি বাড়লো আমাদের।

২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গতকাল আলোর মিছিল বের করে

খায়রুল আলম টুটুল
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক

এক কথায় অদ্ভুত। খুবই গর্বের। আনন্দের। আমরা যারা আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী তাদের জন্য সত্যিই আনন্দের। এতোদিন ভেবেছি এই দাবিটা বুঝি আমাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। এখন দেখি— না, এটা শুধু আমাদের নয়— পুরো বিশ্বের সভ্য মানুষের দাবি। আর তাই একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সত্যিই অত্যন্ত সম্মানের-গৌরবের। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অবশ্য এখনো পালন করে একুশে ফেব্রুয়ারি। অথচ ভাষার জন্য এমন একটি বিরল ঘটনা গোটা বিশ্বের আরো আগে থেকেই অনুধাবন করা উচিত ছিল। তবে যাই হোক- স্বীকৃতি পেয়েছি আমরা শেষ পর্যন্ত। বিশ্বের অন্য দেশগুলোও যে আমাদের মনে রাখবে, আমাদের আত্মাহুতিতে চোখের জল ফেলবে— ভাবতে খুবই ভালো লাগছে। বাংলা ভাষা শুধুমাত্র আর আমাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকলো না- সর্বজনীনতায় রূপ পেলো।

জাহিদ আলম
সভাপতি, নদী সংস্কৃতি সংগঠন
ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, ঢা. বি.

একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ অবশ্যই সুখকর। বাঙালি জাতির জন্য গর্বের। মাতৃভাষা বাংলার জন্য আমাদের যে আত্মত্যাগ— এটি কিন্তু পৃথিবীতে বিরল ইতিহাস। ভাবতে অবাক লাগছে, এখন থেকে বাংলা ভাষা বিশ্ব ভাষা হিসেবে পরিচিতি পাবে। সারা বিশ্ব একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করবে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উঠে আসবে নতুন করে। আমরা আমাদের সমস্যাগুলোকে বিশ্ববাসীকে জানাতে পারবো। অর্থাৎ নতুন একটা পরিচিতি এলো আমাদের জন্য।

শেখ গোলাম কিবরিয়া
জনতা হেলথ কেয়ার
মতিঝিল, ঢাকা

খবরটা শুনে খুবই ভালো লেগেছে। এই ভাষার জন্য ১৯৫২-তে বাঙালিরা রক্ত দিয়েছে। অসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করেছে। অথচ সে অনুপাতে স্বীকৃতি জোটেনি তাদের কপালে। সিকাগো শহরে পহেলা মে-তে আট ঘণ্টা কর্মের জন্য শ্রমিকদের আত্মত্যাগ আর বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার জন্য বাঙালি ছেলেদের অকাতরে অত্মাহুতি— দুটো ঘটনার কোনোটাই কিন্তু কম মর্যাদার নয়। অথচ ১ মে পালিত হয় সারা বিশ্বে। আর একুশে ফেব্রুয়ারি হয় নিগৃহীত। তাই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আমি বলবো একুশে ফেব্রুয়ারি তার যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছে। অনেকদিন এ বিষয় নিয়ে ভেবেছি। স্বপ্ন দেখেছি। তাই সত্যিই খুবই ভালো লাগছে আমার। বাঙালি জাতি হিসেবে গর্ব হচ্ছে খুব।

আবদুল হারীজ জোয়ারদার
কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

একজন বাঙালি হিসেবে এটি আমার কাছে খুবই গর্বের। সেই সঙ্গে আনন্দেরও বটে। জন্মের পর থেকেই এই ভাষায় কথা বলে আসছি। এই বাংলা ভাষাই আমার সুখ-দুঃখের সাথী। বাঙালি ছেলেদের এই ভাষার জন্য যে আত্মাহুতি— তা সত্যিই গর্বের বিষয়। অথচ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষগুলো এমন একটি বিরল ইতিহাস থেকে সরে থাকবে। ছেলেগুলোর এমন আত্মত্যাগের কথা জানবে না— এটা যতোবার ভেবেছি ততোবারই খারাপ লেগেছে। তাই যখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা জানতে পারলাম— খুবই আনন্দ লেগেছে আমার। বিশ্ব সভ্যতায় এখন থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো আমরা।